ছোটকা - যুথিকা বড়ুয়া

সংসার ধর্ম পালন করতে করতে কখন যে যৌবন পেরিয়ে এসেছি, বুঝতে পারিনি! কোথায় হারিয়ে গেছে কৈশোরের রঙ্গিন স্বপ্নে ভরা দিনগুলি। পার হয়ে গেছে কতগুলি বসন্ত। সময় কখনো থেমে থাকে না। কারো জন্য অপেক্ষাও করেনা। প্রবাসে সকলকেই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। সংসারের সব দায়িত্ব পালনের শেষে একখন্ড অবসর যখন পাই, তখন পৃথিবী নিদ্রাদেবীর কোলে। সেই নীরব নিস্তব্ধতায় মনটা আনচান করে ওঠে। তখন একান্তে বসে শৈশব আর কৈশোরের আনন্দমুখর দিনগুলির কথা ভাবতে ভালোলাগে।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌছাই, অন্টারিও লেকের ধারে। হঠাৎ শিশুর কাঁন্না শুনতে পেলাম। পিছন ফিরে দেখি, বছর দেড়েকের একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওর বাবা দুইহাত বাড়িয়ে অত্যন্ত আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে বলছে, -'কাম অন্ হানি, কাম অন্! হারীআপ!' শিশুটি ঠোঁট ফুলিয়ে, ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। মাথা নেড়ে বলল, আসবে না! দেখলাম, ওর চোখেমুখে অভিমান। তারপর দেখি যুবকটি একটি খেলনা পুতুল হাতে ওর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। আর ও তক্ষুণি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল ওর বাবাকে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনের পর্দায় ভেসে উঠল, সদা হাসোৎজ্জল আমার ছোটকাকুর দ্বীপ্তিমান মুখখানি। স্নেহ-ভালোবাসার জন্য তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন।

আমার কাকু ছিলেন, হাসি খুশীভরা খুব উদার একজন মানুষ। কিন্তু বিধির বামে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আমরা চার ভাই-বোনই ছিলাম, কাকুর ভবিষ্যৎ , আশা, ভরসা, অবলম্বন, সব! বিশেষ করে আমার ছোটবোন মিনু ছিল কাকুর চোখের মনি, কলিজার টুকরা! আমরা 'ছোটকা' বলে ডাকতাম। মিনুতো ছোটকা বলতে অজ্ঞান। সন্ধ্যে হলেই উতলা হয়ে উঠত মন। পথ চেয়ে বসে থাকতো ছোটকার অপেক্ষায়। আর সাড়া পেলেই ছুটে যেতো দোর গোঁড়ায়। ছোটকা প্রতিদিন ফিরতি পথে চকলেট, পেস্তা, কাজু বাদাম, গরম গরম জিলিপী কিছু না কিছু নিয়ে আসতেন। কখনো ভুল হতো না। মন-প্রাণ উজার করে বিলিয়ে দিতেন আমাদের মাঝে। অবসরে ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শোনাতেন। কখনো ক্লান্ত হতেন না! আমরাও আগ্রহ নিয়ে শুনতাম। অসম্ভব ভালোবাসতেন আমাদের। স্নেহ করতেন। অত্যন্ত শৌখীন মানুষ ছিলেন তিনি। প্রত্যেক পূজা-পার্বণ কিংবা উৎসব-অনুষ্ঠানে টুইনবেবীর মতো একই রঙের, একই ডিজাইনের সুন্দর সুন্দর পোশাক আমাদের চার-ভাইবোনকে উপহার দিতেন।

আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে - তখন চৈত্র মাসের মাঝামাঝি প্রায়। প্রতিদিন কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠত। মুসলধারে বৃষ্টি হতো। সেদিনও সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। হৃদ কাঁপানো গুড়ুম গুড়ুম মেঘের গর্জন। বিদ্যুতের বাঁকা ঝিলিক। বৃষ্টিও পড়ছিল গুঁড়িগুঁড়ি! চারদিক কেমন কূয়াশার মতো শুভ্র আবরণে ছেয়ে গেছে। দেখা যায় না বেশী দূর। মিনু বায়না ধরলো, ঘোড়ার পিঠে চড়বে। ওকে টাট্টু ঘোড়া এনে দিতে হবে, এক্ষুণিই! ছোটকা পড়ে গেলেন বিপাকে। কিন্তু মিনুর পীড়াপীড়িতে অমত করতে পারলেন না। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে। কিন্তু সেই যে গেলেন, আর ফিরে এলেন না! মেঘলা দিনের আলো-আধারিতে একটা রেললাইন পার হবার সময় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিলেন পাশের কচুবনে। এদিকে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দুঃশ্চিন্তায় বাড়ির সবাই অস্থির। জলজ্যান্ত একটা মানুষ, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোথায়! তিনদিন পরে রেলওয়ের অফিস থেকে জানা যায় ছোটকার মৃত্যু সংবাদ।

সেদিন অন্টারিও লেকের ধারে বসে খুশীর প্রলেপ মাখানো ছোটকার মুখচ্ছবি চোখের পর্দায় ভেসে উঠতেই শ্রাবণধারায় হৃদয়ের দু'কুল প্লাবিত হতে লাগল। পারিনি চোখের পানি সংবরণ করতে। নতুন করে উপলব্ধি করলাম ছোটকার আদর, স্নেহ এবং ভালোবাসা। আমার জীবন চলার পথের চির অম্লান পাথেয়!

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডা প্রবাসী লেখক ও সঙ্গীত শিল্পী।
guddi_2003@hotmail.com